বীরভূম

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৩ আশ্বিন ১৪৩১ রবিবার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪

# বিপদে পড়লে থানায় সঙ্কেত, যন্ত্র বানাল দশ বছরের ইমন

অর্ঘ্য ঘোষ

**লাভপুর**

নাগরিক সুরক্ষায় বিপদ সঙ্কেত পাঠানোর ব্যবস্থা তৈরি করেছে অনুরাগ মজুমদার ওরফে ইমন। আশ্চর্যের বিষয় তার বয়স সবে ১০ বছর। আর জি কর-কাণ্ডের আবহে এ ব্যবস্থা এলাকায় সাড়া ফেলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওই ব্যবস্থাপনার সাহায্যে বিপদগ্রস্তেরা দ্রুত পুলিশের সহযোগিতা পেতে পারেন।

লাভপুরের বিডিও অফিসপাড়ার বাসিন্দা ইমন স্থানীয় পশ্চিম কাদিপুর জুনিয়ার হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা মুক্তিশ্বর মজুমদার গ্রাফিক ডিজাইনার। মা সঙ্গীতা মজুমদার স্থানীয় একটি বেসরকারি স্কুলের কম্পিউটার শিক্ষিকা। পরিবার সূত্রে খবর, ছোট থেকেই ইমনের পদার্থবিজ্ঞান এবং কারিগরি বিষয়ে ঝোঁক। সাত বছর বয়সেই রসায়নের পিরিয়ডিক টেবিলের মৌলগুলির নাম তার কণ্ঠস্থ। সেগুলির খুঁটিনাটিও তার নখদর্পণে। তার বাবা এবং মা জানান, ইমন ছোট থেকেই বিজ্ঞানমনস্ক। খেলার ছলে সে বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি করে।

পরিবার জানায়, বছর তিনেক আগে অণু-পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন অণুর ধারণাকে কাজে লাগিয়ে শিবলিঙ্গের আকৃতির চার্ট তৈরি করে আমোদপুরের একটি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দিয়ে স্বীকৃতি লাভ করেছে সে। এ বার টানা ১০ মাস ধরে তিন জন মেন্টরের সাহায্য বিপদ সঙ্কেত পাঠানোর ব্যবস্থাটি তৈরি করেছে সে। এর আগে কলকাতায় 'দ্য টেলিগ্রাফ এডুগ্রাফ ওয়ার্কশপ সামার এডিশন' এবং অন্য একটি সংস্থায় ছ'দিনের প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

কেমন এই ব্যবস্থাপনা? ইমনের কথায়, "দু'টি অ্যাপ, একটি 'ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন' এবং দু'টি 'আইওটি ডিভাইস' দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ব্যবস্থাটি। কেউ কোথাও বিপদে পড়লে ওই ব্যবস্থার সাহায্যে ক্ষুদ্রাকৃতি যন্ত্রের মাধ্যমে পুলিশের সাহায্য পাওয়া যাবে। যন্ত্রটির 'ইমার্জেন্সি বাটনে' চাপ দিলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যেখানে আক্রান্ত হয়েছেন, সংশ্লিষ্ট সেই এলাকার থানায় বিপদ সঙ্কেতের অ্যালার্ম বেজে উঠবে। থানার কর্তব্যরত অফিসার এর পরে কম্পিউটারে 'ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটি' খুলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থান দেখতে পাবেন। সেই থানা এলাকায় মোতায়ন পুলিশ ভ্যান কিম্বা পুলিশ কর্মীকে সেখানে পাঠাতে পারবেন। পাশাপাশি, ওই ব্যবস্থা থেকেই আক্রান্ত ব্যক্তি কোন থানা এলাকার বাসিন্দা তাও জানা যাবে। সেই থানার মাধ্যমে আক্রান্তের বাড়িতেও খবর পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।"

ইমন জানায়, যন্ত্রের পাশাপাশি স্মার্টফোনেও সুবিধাটি পাওয়া যাবে। ব্যবস্থাপনাটি তৈরি করতে খরচ পড়েছে প্রায় ১০ হাজার টাকা। বাণিজ্যিক ভাবে যন্ত্রটির খরচ পড়বে ৬০০-৭০০ টাকা। বিভিন্ন জায়গায় মহিলাদের নিগৃহীত হওয়ার খবর শুনে ওই ব্যবস্থাটি তৈরি করার কথা মাথায় আসে ইমনের। সম্প্রতি শ্রীনিকেতনের একটি পলিটেকনিক কলেজে আয়োজিত বিজ্ঞানমেলায় রাজ্যের ২০টি স্কুলের মধ্যে একক ভাবে প্রজেক্টটি প্রথম স্থান অধিকার করে।

ইমনের অন্যতম মেন্টর তথা স্থানীয় চৌহাট্টা হাই স্কুলের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক ঋত্বিক মণ্ডল বলেন, "অধিকাংশ. ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে ঘটনার খবর অনেক পরে পৌঁছয়। ইমনের ওই ব্যবস্থাটি ব্যবহার করলে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করার সুযোগ পাবে। তবে পুলিশ প্রশাসন এবং নাগরিক সমাজ ব্যবস্থাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলে তবেই এর থেকে সুফল মিলবে।"

এলাকার বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ বলেন, "ইমনের প্রতিভার কথা শুনেছি। তাকে অভিনন্দন। আরও এগিয়ে যেতে তাকে সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হবে। এই ব্যবস্থা বাস্তবে ব্যবহার করা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করব।"

■ নিজের তৈরি বিপদ সঙ্কেত ব্যবস্থা দেখছে ইমন। লাভপুরে। *নিজস্ব চিত্র*

**Anandabazar-Birbhum-29th September 2024**